জীবননগরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জীবননগর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । আজ শনিবার সকাল ১০ টার সময় বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন জীবননগর উপজেলা শাখার আয়োজনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে জীবননগর পৌর শহরের মেইন বাস স্ট্যান্ড চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে র্যালি ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক, উথলী কলেজের প্রভাষক, আসা দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আহমদুল হক তুহিনসহ জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় যথাযথ মর্যাদার সাথে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শিক্ষার নতুন সামাজিক অঙ্গীকার প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (৫ অক্টোবর) সকাল দশটায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে একটি

বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়। র্যালিটি চুয়াডাঙ্গার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এসে শেষ হয়। র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি বলেন , শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।আর এই মেরুদন্ড ঠিক রাখার দায়িত্বভার গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষকবৃন্দ । প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তাদের ছাত্রছাত্রীদের সর্বোচ্চটা দিয়ে তাদের মানুষের মতো মানুষ করার দায়িত্বটা শিক্ষকদের উপরেই থাকে।

অভিভাবকদের পরেই শিক্ষকের স্থান।একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাদের পাঠদান এবং নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়ার উপরের গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি । এ সময় তিনি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের দ্বারা শিক্ষক লাঞ্ছিত ঘটনা খুবই দুঃখজনক। এই ঘটনা যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য প্রত্যেক শিক্ষককে তাদের ছাত্রছাত্রীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাদের পাঠদান করাতে হবে এবং কোন অপশক্তি শিক্ষার্থীদের উস্কানি না দিতে পারে এই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে ।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা আইসিটি) শারমিন আক্তার,চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান , চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুন্সী আবু সাইফ, সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দিলা আরা চৌধুরী, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিকাশ কুমার সাহা, একাডেমিক সুপারভাইজার সোহেল আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ছাত্র প্রতিনিধি সজিবুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যাগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

চুয়াডাঙ্গার শিল্পনগরী দর্শনার বিভিন্ন রাস্তায় শনিবার দিনব্যাপি এক আনন্দঘন পরিবেশে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে । ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ইউথ এসম্বলি ও গো গ্রীন কর্মসূচির যৌথ উদ্যাগে আয়োজিত এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

এ বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ছাত্র, যুব সমাজ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক ও বিভিন্ন পেশাজীবি নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় পরিবেশকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সম্মানিত নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেনীপেশার নেতৃবৃন্দরা সম্মিলিত ভাবে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সম্বয়কারী আব্দুস ছালাম, অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হানিফ মন্ডল, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ পরিচালক জহির রায়হান, সহকারী পরিচালক কিতাব আলী, উপদষ্টা আব্দস শুকুর, দর্শনা বিএনপি যুবদলের পৌর যুগ্মআহবায়ক জাহান আলী প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন বৃক্ষ আমাদের জীবনের অপরিহার্যের অংশ। বৃক্ষরোপণ শুধু পরিবেশ রক্ষা করে না এটি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুদর পৃথিবী গড়তে সহায়ক। ওয়েভ ফাউন্ডেশনের এই উদ্যাগে আগামী দিন তীব্র তাপদাহ মোকাবেলায় ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

বৃক্ষরোপনের পাশাপাশি ওয়ভ ফাউন্ডশন, ইউথ এসম্বলি, গো গ্রীন কর্মসূচি ও স্থানীয় পরিবেশ কর্মীরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে পোষ্টার ও ব্যানার প্রদর্শন করেন। এতে বিভিন্ন শ্লোগান লেখা ছিলো যেমন ”গাছ লাগায় যত্ন করি, গ্রীন লাইফ

স্টাইলে চর্চা করি” “গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান” সবুজ পথিবী, সুষ্ঠ জীবন”।

অনুষ্টানে আয়োজক সংস্থা সহযোগিরা ঘোষনা দেন প্রায় ফলজ ও বনজ ৫ হাজার রোপনকৃত এই চারা টিকিয়ে রাখার জন্য ওয়ভ ফাউন্ডশন ও রামাজুস যুব সংঘ যৌথ ভাবে স্থানীয় পরিবেশ কর্মীদের সাথে নিয়ে আগামী দুই বছর দেখভাল করবে।

অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সম্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

দর্শনায় ১৬টি পূজা মন্ডপের নিরাপত্তা বিষয়ে ওসির বৈঠক

দর্শনা থানার এলাকার ১৬টি পূজা মন্ডপের পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও মুন্দির কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সাথে পূজা মন্ডপের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক করেছেন দর্শনা থানা অফিসার্স বিপ্লব কুমার সাহা।

গতকাল ১৬টি পূজা মন্ডপের পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও মুন্দির কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের এ সুস্থ্য ও শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপত্তার যাতে পূজা উদ্যাপন করতে পারে এবিষয় নিয়ে। এ বৈঠকে পূজা মন্ডপগুলো নিরাপত্তা দিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেন। আগামী ০৯ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর সারদীয় দূর্গা উৎসব উদ্যাপন পর্যন্ত বিভিন্ন পদক্ষেপে যেমন রাতে পাহারার ব্যবস্থা করা,ঝুকি পূর্ন রাস্তাগুলতে নজরদারী বাড়ানো এবং প্রয়োজনে পূজা মন্ডপে সিসিটিভি ক্যামরা লাগনোর বিষয় সিন্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশি নজরদারী রাখা হবে বলে জানান দর্শনা থানা অফিসার্স বিপ্লব কুমার সাহা।

এদিকে বাংলাদেশ জামায়ত ইসলামীর জেলা সেক্রেটারী আব্দুল কাদের জানান দর্শনা পৌর এলকায় তাদের দলের পক্ষ থেকে পূজা মুন্দিরগুলো নজর রাখছেন। যাতে হিন্দু সম্পদায়ের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের

সরদীয় দূর্গা উৎসব পালন করতে পারে। দর্শনা কেরুজ সার্বজনীন জয় দূর্গা মুন্দিরের সভাপতি নমিতা মালাকার ও সাধারণ সম্পাদক রাঁধা রানী দাস। দর্শনা পুরাতস বাজার শ্রী শ্রী দূর্গামাতা মন্দির এর সভাপতি প্রান্ত দেবনাথ ও সাধারণ সম্পাদক নকুল অধিকারী , দর্শনা হরিজন সম্প্রদায়ের মন্দিরের সভাপতি রতন বাঁশফোড় , সাধারণ সম্পাদক রানু বাঁশফোড়সহ দর্শনা থানা এলাকার ১৬ মন্দিরের পূজা উদ্যাপন কমিটি ও পূজা কমিটির সভাপতি -সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন মন্দিরের নেত্রীবৃন্দ। এ দিকে একই সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার গোলাম মওলা দর্শনা পৌরসভা এলাকাসহ বেগমপুর পূজা মন্ডপ গুলো পরিদর্শন করেন। কোথাও যাতে কনো ধরনের অপ্রীকর ঘটনা না ঘটে এ বিষয় সকল ধর্ম বর্ণের মানুষের প্রতি আহবান জানান। নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণভাবে সরদীয় দূর্গা উৎসব পালন করতে পারে সে বিষয় সকলকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন এলাকাবাসীর।

দর্শনায় আবু সাঈদ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

দর্শনা পৌরসভার ওয়ার্ড ভিত্তিক আবু সাঈদ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বিকাল ৪ টায় কেরুজ বাজার ফুটবল মাঠে আইডিয়াল ক্লাব আয়োজিত টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপি প্রধান সমন্বয়ক ও জেলা বিএনপির অন্যতম সদস্য জননেতা হাবিবুর রহমান বুলেট।

এ সময় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিএনপি নেতা বুলেট বলেন , যুব সমাজের মনের ও শরীরের বিকাশ ঘটাতে হলে খেলাধুলার বিকল্প কিছু নেয়। দর্শনা সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় মাদকের কালো থাবায় যুব সমাজের একাংশ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের দর্শনায় যারা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মনা মানুষ রয়েছে তাদের কাছে আমাদের মত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আবেদন বর্তমান যুব সমাজকে বাঁচাতে হলে

বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে সকলকে খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমনায়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টার, জেলা যুবদল নেতা নাসিরউদ্দিন খেদু, যুবদল নেতা সরোয়ার হোসেন, নাসির উদ্দিন খান হাসু, দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মাস্টার, রকিবুল হাসান ব্রাইট, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, রমিজ উদ্দিন, সাহারুল, মাসুদ, মমিন, সাঈদ, পলাশ আহমদ, অসীম, শোয়েব, সামুাউল, বিদ্যুৎ, হোসাইন প্রমুখ। সমগ্র খেলাটি পরিচালনা করেন, আইডিয়াল ক্লাবের সভাপতি হাতেম আলী, মাঠ সভাপতি বাবর আলী ও টুর্নামেন্ট পরিচালক রাব্বি খান।

দর্শনায় শহীদ আবু সাঈদ-মীর মুগ্ধ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টর শুভ উদ্বোধন

“খেলা করি, সুস্থ থাকি, খেলাকে পৃষ্ঠপোষক করি ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় শহীদ আবু সাঈদ -মীর মুগ্ধ স্মৃতি আন্তজেলা ফুটবল টুর্নামেন্টর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনা মেমনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে রামাজুস ক্লাবের উদ্যোগে এ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপি’র সংগ্রামী সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফ।

টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সভাপতি জহির রাহানের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় খেলার উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি শরীফ বলেন, আজকের প্রজন্মকে সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে এ ধরনের বড় আন্তজেলা টুর্ণামেন্টের আয়োজন করতে হবে। ইতিপূর্বেও

আমরা দেখেছি দর্শনার মানুষ একটু বেশি খেলা প্রেমি। খেলাধুলা একদিকে যেমন যুবসমাজকে মনশীলতার বিকাশ ঘটায় অন্যদিকে শরীর সুস্থ ও সবল রাখে।

এছাড়া তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদ সরকার পতনের আন্দোলনে বন্দুকের গুলির সামনে যারা বুক পেতে দিয়ে শহীদ হয়েছে তাদের স্মরণে এ ধরনের আন্তজেলা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করাই দর্শনা রামাজুস ক্লাবের সকল সদস্যদের জানায় আন্তরিক ধন্যবাদ। আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি ও দলীয় নেতাকর্মীরা পতাকা উত্তোলন শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, না থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক ও জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা বিএনপির সদস্য রাফিত উল্লাহ মহলদার, দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আহম্মেদ আলী, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক কমিটির সদস্য নাহারুল ইসলাম মাস্টার, জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক একরামুল হক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি এহসানুল হক স্বরাজ, জেলা যুবদলের সদস্য নাসির উদ্দিন খেদু, সেলিমুল হাবীব, লুৎফর রহমান, রেজাউল করিম, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, পৌর যুবদলের সদস্য ব্রাইট, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মমিনুর রহমান মালিতা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমানুল্লাহ, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি শরিফুল ইসলাম টোটন, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক সম্পাদক আরিফ আহমেদ শিপলব, জেলা ছাত্রদলের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ইমরান হোসেন, ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি আজিজুল হক, রামাজুস ক্লাবের সভাপতি সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মুক্তা, থানা ছাত্রদলের সদস্য ফরজান হোসেন, সুজন ইসলাম, পলাশ আহমেদ মোফাজ্জল হোসেন মোফা, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, সাবেক জাতীয় ফুটবল টিমের খেলোয়ার গিয়াস উদ্দিন পিনা।

উত্তেজনাকর খেলার ফলাফল যশোর জেলা ফুটবল খেলোয়ার কল্যাণ সমিতি ২ গোলে জীবননগর আলোকিত ফুটবল একাডেমিকে পরাজিত করে। প্রধান রেফারি ছিলেন একরামুল হাসান নিপুন সরকারি রেফারি সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস ও আলো।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবসায়ীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাব্বি (৩০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাব্বি ফরিদপুর বাগানপাড়ার আলফা উদ্দীনের ছেলে। সে পেশায় একজন মোবাইল ব্যাংকিং এর ব্যবসা করতেন করতেন। তার দাম্পত্য জিবনে দুই বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে রাব্বি তার নিজ বাড়ির ছাদে কাপড় শুকানোর জন্য বাঁশের আড়া দিচ্ছিল। এসময় বাড়ির পাশে বৈদ্যুতিক মেইন তারে ছোয়া লাগলে সে ছাদেই গুরুত্বর আহত হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় চিকিৎসকের নিকট নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পরিত্যক্ত খালে মিলল নিখোঁজ ভ্যান চালকের

মরদেহ

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের দুইদিন পর পরিত্যক্ত খাল থেকে আলমগীর হোসেন (৪০) নামে এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের আইন্দিপুর মাঠ থেকে তার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত আলমগীর হোসেন (৪০) উপজেলার ভালাইপুর মাঝেরপাড়া এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে। গত ২ অক্টোবর বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় সে।

পুলিশ জানায়, নিহত আলমঙ্গীর হোসেন ব্যাটারি চালিত ভ্যানের চালক ছিল। গত ২ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে ভ্যান নিয়ে বের হয়ে আর ফেরেনি সে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাকে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

নিহতের ভাই জহুরুল ইসলাম জানান, গত বুধবার সন্ধ্যায় তার ভাই আলমঙ্গীর হোসেন ব্যাটারি চালিত ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। ওই দিন রাতে বাড়ি না ফিরলে তাকে অনেক খোঁজাখুজি করা হয় এবং আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। শুক্রবার সকালে আইন্দিপুর মাঠের একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে পরিত্যক্ত খাল থেকে তার মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তবে ভ্যানটি পাওয়া যায়নি। তার ধারণা, তার ভাই আলমঙ্গীকে হাত-পা বেধে হত্যা করে ভ্যান নিয়ে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ থাকলে মামলা নেওয়া হবে।

দর্শনা ডিএস মাদরাসার ফুটবল

টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ডিএস মাদ্রাসার ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় দর্শনা কেরুজ বাজার মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দশম একাদশকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ফাযিল একাদশ জয়লাভ করে। পুরো খেলায় ড্র হওয়াতে পরে ট্রাইবেকারে ৪-২ গোলে ফাযিল একাদশ জয়লাভ করে। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ শফি উদ্দিন মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন, দর্শনার ক্রীড়াঙ্গনের একজন প্রবীন খেলোয়াড় গিয়াস উদ্দিন পিনা।

এ সময় তিনি বলেন, খেলাধুলা শারীরিক ও মানুষিক বিকাশ ঘটায়। তাই আসুন “মাদককে না বলি খেলাধুলায় মনোনিবেশ করি”। আমাদের দর্শনা যেহেতু সীমান্তবর্তী ও মাদকপ্রবণ এলাকা। তাই আমাদের উচিত আমাদের সন্তানদেরকে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে লেখা-পড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় আগ্রহী করে তুলি।

উক্ত খেলায় মাদ্রাসার প্রভাষক আব্দুর রশিদের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন, অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-আরিফুজ্জামান আরিফ, জগলুল হায়দার আফ্রিক, আবুল হোসেন, সাদিকুর রহমান মাহবুবুর রহমান সহ মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোল দাতা ফাহিম হোসেন ও ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ আঃ মালেক। খেলাটি পরিচালনা করেন, শাহিন ও ফাহিম।

টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেন, টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাওলানা মনজুর আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক লিনা পারভীন, সদস্য- আজিজুর রহমান জাহাঙ্গীর আলম, বায়েজিদ হোসেন কাফফি, নুরুল আমিন ও রিয়াদ হোসেন।

দর্শনায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ইসলাম নিখোঁজ

৪ দিন ধরে নিখোঁজ দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের রেললাইন পাড়ার ইউসুফ আলী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলে ইসলাম (৪৭) নিখোঁজ হয়।

নিখোঁজ ইসলামের মা বৃদ্ধা মরিয়ম আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পর না পেলে আজ সন্ধার দিকে দর্শনা থানায় হারানো জিডি করতে গেলে খানা পুলিশ জিডি টি গ্রহণ করে না। পরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ইসলামের মা বৃদ্ধা মরিয়ম হতবাক হয়ে দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের নিকট এসে জিডি না নেওয়ার ঘটনা জানাই।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা জানান, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ইসলাম কুষ্টিয়ার খোকসা আত্মীয়র বাড়িতে যায়। এ সময় আত্মীয়রা ট্রেনে তুলে দিয়েছে সেখান থেকেই আর ফিরে আসিনি। ট্রেনে কোথাও চলে গেছে তাই হারানো জিডিটি খোকসা এলাকায় পুলিশের কাছে করতে হবে।